Bhatter College, Dantan
Dept. of Sanskrit
2nd Semester (H)
(cc-3)
From - Saswati Sel

৪. মহাভারতের রচনাকাল নির্ণয় কর। ৭৭.
(Age or date of the Mahabharata)

লৌকিক বিশ্বাসমতে দ্বাপর ও কলি-যুগের সন্ধিক্ষণে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। মহামুনি বেদব্যাস সমকালেই বর্তমান ছিলেন এবং যদি ধরে নেওয়া যায় যে, তৎকালেই তিনি মহাভারত-রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তবে মহাভারতের কালকে আনুমানিক খ্রীঃপূঃ দশম শতাব্দী বলেই বিবেচনা করা সঙ্গত। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতমণ্ডলীর স্থির-বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাস মহাভারতের আভ্যন্তর প্রমাণেও সমর্থিত যে, বর্তমান প্রচলিত মহাভারত কখনও এক ব্যক্তির একক প্রচেষ্টার ফল হতে পারে না।

বিভিন্নকালে বিভিন্ন ব্যক্তির হাতে "জয়" "ভারত" এবং "ভারত" গ্রন্থ "মহাভারত" সমগ্রতা লাভ করে। ভাষা ও রচনারীতির দিক থেকে যেমন বহুজনের হস্তক্ষেপের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি বিভিন্ন গ্রন্থের সাক্ষ্যও এ বিষয়ে মূল্যবান বিবেচিত হয়। মহাভারতেরই বিভিন্ন স্থলে গ্রন্থবদ্ধ শ্লোকসংখ্যা বিভিন্নরূপ — যেমন ৮,৮০০, ২৪০০০ এবং লক্ষশ্লোক। মহাভারতকে বর্তমানকালে আমরা যে বিরাট রূপে পেয়েছি, উহা যে একই সময়ে এ ভাবে গ্রথিত হয়নি — তা বলাই বাহুল্য। কারণ উহার মধ্যে ভাষার বিভিন্নতা এবং বিষয়ের নানা অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্য স্বাভাবিকই সন্দেহ সৃষ্টি করে। মূল মহাভারতের রচনাকাল অবশ্যই অনেক পূর্ববর্তী। কিন্তু কোন অতীত থেকে ধারাক্রমে ইহা প্রচলিত, সে তথ্য সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন।

অন্ততঃ তিনটি পর্য্যায়ে পূর্ণতাপ্রাপ্ত মহাভারতের রচনাও যে অন্ততঃ তিনটি কালেই সংঘটিত হয়েছিল — এরূপ ধারনায় কোন অসঙ্গতির অবকাশ নেই। মহাভারতের প্রাচীনতম অংশ (সম্ভবতঃ ৮৮০০ শ্লোকযুক্তরূপটি) স্বয়ং বেদব্যাসই রচনা করেছিলেন অনুমানিক খ্রীঃ পূঃ দশম শতাব্দীতে কিংবা কাছাকাছি কোন এক সময়। বৈদিক সাহিত্যের সংকলন-কালে তাই মহাভারতীয় কোন কোন চরিত্র তথায় প্রবেশাধিকার পেয়ে যায়। "ব্রাহ্মণ" গ্রন্থে মহাভারতের নায়কবৃন্দের কয়েকটি নাম দেখতে পাওয়া যায়। অথর্ববেদে পরীক্ষিৎ নামের উল্লেখ আছে। মহাভারতে বিষ্ণুর অবতার বর্ণনায় বুদ্ধদেবের নাম নেই। শান্তিপর্বে দশ-অবতারের নামোল্লেখকালে কৃষ্ণের পরেই কল্কির নামোল্লেখ আছে। কিন্তু বনপর্বে "এড়ুক" শব্দের উল্লেখ আছে। "এড়ুক" শব্দের অর্থ বুদ্ধদেবের দন্তাদি প্রোথিত করার স্থানে নির্মিত চৈত্যাদি। সম্ভবতঃ এই কথাটি পরে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এই সকল দেখে মনে হয় যে, মহাভারতের মূল অংশ বৌদ্ধযুগের পূর্ববর্তী।) আশ্বলায়নের "গৃহ্যসূত্রে" মহাভারতের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। পতঞ্জলির (খ্রীঃপূঃ দ্বিতীয় শতক) মহাভাষ্যে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের উল্লেখ আছে। পাণিনির "অষ্টাধ্যায়ী"তে "বাসুদেব-অর্জুন" এবং "মহাভারতের" উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এই সকল থেকে অনুমান করা যায় যে, এই পর্য্যায়ে "ভারত কাব্য" যথার্থই "মহাভারত" হয়ে উঠেছে। সম্ভবতঃ পাণিনি-পূর্বযুগেই এই দ্বিতীয় পর্য্যায়ের কাজটি সমাপ্ত হয়েছিল এবং মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ২৪০০০।

মহাভারতের তৃতীয় পর্য্যায়ের অর্থাৎ

বর্তমানরূপের রূপে সমাপ্ত হয়েছিল, এ নিয়েও যথেষ্ট মতান্তর দেখা যায়। "ক্রিসোস্টোম" বলেন, একলক্ষ শ্লোকের মহাভারত দক্ষিণ ভারতে ৫০ খ্রীষ্টাব্দে সুবিদিত ছিল। অশ্বঘোষ "বজ্রসূচী"তে "হরিবংশ" থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। "ভাস" মহাভারত অবলম্বনে অনেক একাঙ্ক নাটক রচনা করেন। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং তাঁর সহযোগী গবেষকগণ নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছেন যে, গুপ্তযুগের প্রশস্তিলিপিতেই লক্ষশ্লোকাত্মক মহাভারতের উল্লেখ রয়েছে। এই সব প্রমাণ থেকে মনে হয়, বর্তমান আয়তনের মহাভারত খ্রীঃপূঃ চতুর্থশতকে রচিত হয় এবং কোনমতেই ইহা খ্রীষ্টীয় চতুর্থশতকের পরবর্তী নয়। অর্থাৎ সমগ্র মহাভারতটির সম্পূর্ণতা লাভে সময় লেগেছিল প্রায় দেড় হাজার বছর।) মহাভারত বলিদ্বীপে খ্রীঃ ষষ্ঠশতকে প্রচলিত ছিল। সুবন্ধু, বানভট্ট, কুমারিল, শংকরাচার্য — সকলেই মহাভারতের উল্লেখ করেছেন। যবন ও বৌদ্ধগণের উল্লেখ থেকে ইহাও মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে, বৌদ্ধধর্মের প্রচারের পর এবং আলেকজান্ডারের ভারতআক্রমণের পরও মহাভারত রচিত হয়েছিল। এই সব তথ্য থেকে Winterenitz মনে করেন, মহাভারতের রচনাকাল সুদীর্ঘ খ্রীঃপূঃ চতুর্থশতক থেকে খ্রীষ্টীয় চতুর্থশতক পর্যন্ত। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্থশতাব্দীর পর আর একে টেনে আনা চলে না।) Hopkins বিশ্লেষণ করে ~~দেখিয়ে~~ দেখিয়েছেন — ১) "ভারত" গাথা (খ্রীঃপূঃ ৪০০ অব্দ), ২) "মহাভারত" কাহিনী (খ্রীঃপূঃ ৪০০—২০০ অব্দ), ৩) নীতিকাহিনীর প্রক্ষেপ (খ্রীঃপূঃ ২০০ অব্দ), ৪) পরবর্তী সংযোজন (খ্রীষ্টীয় ২০০—৪০০ অব্দ), এবং সাময়িক পরিবর্ধন ৪০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে

সর্বশেষে সংক্ষেপে বলা যায়, মহাভারতের "জয়" নামক মূল অংশ বেদব্যাসকর্তৃক রচিত হয় আনুমানিক ৮৮০০-১০,০০০ শ্লোকে প্রথমপর্যায়ে (আঃ খ্রীঃপূঃ ১০০০ অব্দে), দ্বিতীয়পর্যায়ে তা বৈশম্পায়ন কর্তৃক পরিবর্তিত হয় "ভারত" নামে ২৪০০০ শ্লোকে (আঃ খ্রীঃপূঃ ৬০০-৫০০ অব্দে) এবং তৃতীয়পর্যায়ে সৌতি কর্তৃক লক্ষ শ্লোকাত্মক "মহাভারতে" রূপান্তরিত হয় (আঃ ৪০০ খ্রীঃ অব্দে)।

Scanned with CamScanner

৫. ভারতীয় সমাজে ও সাহিত্যে মহাভারতের প্রভাব বর্ণনা করো। (Influence of the Mahabharata on Indian life and literature.)

ভরতবংশীয়গনের মহাযুদ্ধের বিরাট-কাহিনীর নাম মহাভারত। মহাভারতকার কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস। মহাযুদ্ধের বর্ণনাচ্ছলে ঋষিকবি ভারতের শাশ্বত তত্ত্ব ও তথ্য এই মহাগ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। তাই যুগযুগ ধরে ভারতবর্ষের সমাজে, জনমানসে এবং সাহিত্যে মহাভারত এমন এক প্রভাব বিস্তার করেছে যা বলে শেষ করা যায় না।

ভারতবর্ষের ধর্ম, কর্ম ও সমাজনীতিতে এক বিশিষ্ট চিরায়ত আদর্শ আছে। নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেও সেই আদর্শ আবহমানকাল বয়ে চলেছে। মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রগুলির আপাতদ্বন্দ্বের মধ্যেও ভারতবাসী তার অন্তরের বাণীর প্রতিরূপ দেখতে পায়। তাই দরিদ্র কুটীরবাসী থেকে প্রাসাদবাসী ধনীর দুলাল পর্যন্ত পরম সমাদরে মহাভারত পড়ে থাকে। মহাভারতের প্রভাব বাইরের দিক থেকে সহসা বুঝতে না পারলেও ধীরস্থির-

ভাবে লক্ষ্য করলে এটি সুনিশ্চিতভাবেই বোঝা যায় যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমাদের অজ্ঞাতসারেই মহাভারতীয় কাহিনী, উপমা বা রূপকল্পকে আমরা আত্মসাৎ করে নিয়েছি। তাই অনায়াসেই আমরা দৈনন্দিন জীবনের কত ঘটনাকেই "কুরুক্ষেত্র কাণ্ড", "গজকচ্ছপের যুদ্ধ", "সপ্তরথীবেষ্টিত অভিমন্যু", "ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির", "শকুনি মাতুল", "ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা", "বিদুরের খুদকনা", "বন্ধনে দ্রৌপদী", "দাতা কর্ণ" বা "ভীমের গদা" প্রভৃতির সাহায্যে বুঝিয়ে থাকি। বলা বাহুল্য, প্রতিটি শব্দ-বন্ধের সঙ্গেই মহাভারতীয় অনুষঙ্গ জড়িয়ে রয়েছে। জীবনান্তে ঊর্দ্ধদৈহিক শান্তির জন্য মহাভারতের শরণ নিতে হয়। তাই শ্রাদ্ধবাসরে মহাভারতের বিরাটপর্ব এবং "গীতা" অবশ্য-পাঠ্য বিবেচিত হয় এবং গীতাদানও একটি পবিত্র কর্ম বলে গণ্য হয়। অর্জুনের ক্ষাত্রতেজ এবং ভীমের অজেয় বাহুবল আমাদের মনে যেরূপ বীররসের সঞ্চার করে, ততোধিক শ্রদ্ধার সঞ্চার করে যখন দেখি, তাদের জ্যেষ্ঠের প্রতি নির্বিচারে আনুগত্য প্রদর্শন। দ্রৌপদীর তেজস্বিতা, গান্ধারীর মনস্বিতা, কর্ণের পৌরুষ ও দানশীলতা এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কর্মমন্ত্রে মন্ত্রদান — এই সব আমাদের কর্ম ও ভাবজীবনে শাশ্বত প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। দুর্যোধন, দুঃশাসন বা শকুনির নীচতায় যেমন আমাদের মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠে, তেমনি যুধিষ্ঠির, বিদুর প্রভৃতির উদারতা আমাদের মনে শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দেয়। বিদুরের ধর্মজ্ঞান, যুধিষ্ঠিরের সত্যবাদিতা তো আমাদের মধ্যে প্রবাদ-বাক্যের মত ঘুরে বেড়ায়। অন্যায়ের ফল ধ্বংস এবং

Scanned with CamScanner

ন্যায়ের ফল স্থিতি — তা মহাভারতই ভারতবাসীকে যুগযুগ ধরে শিখিয়ে আসছে। লৌকিক নীতি-উপদেশ বা ধর্মের জয় ঘোষণা করতে প্রতিটি ভারতবাসী মহাভারতের কাহিনী বা উপকাহিনীর গল্প বর্ণনা করে। "সাবিত্রী", "দময়ন্তী" ভারতীয় নারীগণের চরম আদর্শস্থল। "ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের ধর্মবোধ ও সদাচার — ভারতীয় জীবনের মূর্ত প্রতিচ্ছবি।

এই মহাভারত ভারতবর্ষের মানবসংস্কৃতির অনন্ত উৎস। ব্রাহ্মণ্যধর্মের তত্ত্ব ও তথ্য, আত্মত্যাগ, মোক্ষ-ধর্ম ও লৌকিক নীতি-উপদেশ যেমন মহাভারতে ~~নিবদ্ধ~~, নিবদ্ধ, তেমনি সমাজনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও ধর্মনৈতিক উচ্চচিন্তার ধারক ও বাহক এই মহাভারত। স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে এবং চিত্রশিল্পেও এর প্রেরণা অব্যহত। ভারতীয় নানা দার্শনিক মতবাদের অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায় "শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা"তেই। ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাসে গীতার অসামান্য প্রভাব প্রতিটি ভারতবাসীই জানে। এই গীতা মহাভারতেরই অন্তর্গত।

মহাভারতের অমৃতধারা যুগে যুগে ভারতীয় কবিমানসকে কাব্যরসে রসসিক্ত করে চলেছে। বিভিন্নযুগের সাহিত্য ভান্ডারকে স্ফীত ও সমৃদ্ধ করেছে এই মহাভারত। সংস্কৃত সাহিত্যের উর্বর ক্ষেত্রে মহাভারতের প্রভাব অপরিসীম। নাট্যকার ভাসের 'দূতবাক্য', 'কর্ণভারম', 'মধ্যমব্যায়োগ' প্রভৃতি নাটক, মহাকবি কালিদাসের "অভিজ্ঞানশকুন্তলম্", "বিক্রমোর্বশীয়ম্" নাটক, ভারবির "কিরাতার্জুনীয়ম" মহাকাব্য, মাঘের

Scanned with CamScanner

"শিশুপালবধম্" কাব্য, ভট্টনারায়ণের "বেণীসংহার" নাটক প্রভৃতি মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। মহাভারতেও 'নল-দময়ন্তী'র কাহিনী অবলম্বন করেই সংস্কৃত ভাষায় যে কত কাব্য এবং চম্পূকাব্য রচিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। দশম শতকের পর থেকে ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত মহাভারত-অবলম্বনে রচিত সংস্কৃত নাটকের সংখ্যা অসংখ্য। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন কবি মহাভারতের অনুগ্রহেই মহাকবি পদবীতে উন্নীত হতে পেরেছেন। এবং তাঁদের যশ ও প্রতিষ্ঠা আজও সমান অম্লান।

বাংলাদেশের অনুবাদসাহিত্যেও মহাভারতের প্রভাব সুপ্রচুর। কাশীরামদাসের বাংলা মহাভারত — যদিও আক্ষরিক অনুবাদ নহে — বাঙালীর অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। মধুসূদনের "বীরাঙ্গনা", "শর্মিষ্ঠা", হেমচন্দ্রের "বৃত্রসংহার", গিরীশ ঘোষের "পাণ্ডবগৌরব", রবীন্দ্রনাথের "চিত্রাঙ্গদা", "কর্ণকুন্তী-সংবাদ" প্রভৃতি নাটক, গীতিনাট্য ও কাব্য মহাভারতের আখ্যান অবলম্বনে সমৃদ্ধ। মহাভারতের প্রভাব শুধু সংস্কৃত সাহিত্য বা বাংলা সাহিত্যেই নয়, পালিভাষায় বৌদ্ধসাহিত্যে এবং প্রাকৃতভাষায় জৈনসাহিত্যেও যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। অপভ্রংশ ভাষায়ও অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তাছাড়া, ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় মহাভারতকে অবলম্বন করে অসংখ্য সাহিত্য রচিত হয়েছে। কানাড়ি ভাষায় "পম্পভারত", অসমীয়া ভাষায় "যজ্ঞবাহনের যুদ্ধ", "ভারত-সাবিত্রী", মারাঠী ভাষায় "পাণ্ডব-প্রতাপ", তেলেগু ভাষায় তেলেগু মহাভারত

প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। হিন্দীতে সবল সিংহ চৌহান সংক্ষেপে মহাভারত-কাহিনী রচনা করেন। অন্ধ কবি ও সাধক সুরদাস হিন্দীভাষায় "নল-দময়ন্তী" আখ্যান রচনা করেন।

ভারতীয় সমাজ, জীবন ও সাহিত্য যুগে যুগে মহাভারতের ভিতর থেকে প্রাণসত্তার অপরিহার্য শক্তি আহরণ করেছে। ভারতবর্ষকে জানতে হলে, ভারতবাসীর মানসিকতাকে বুঝতে হলে এবং ভারতবাসীর সংস্কৃতির নিজস্ব মর্ম উপলব্ধি করতে হলে অবশ্যই মহাভারতকে জানতে হবে। এই মহাকাব্যের মধ্যেই আমাদের চিরকালের প্রাণের স্পন্দন অনুভূত হয়। সার্থক এই প্রবচন — "যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন কুত্রচিৎ"।

Scanned with CamScanner